164

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

প্রসঙ্গ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী লাঞ্ছিত

ফারজানা রূপা

"রুমে এসো, তবে ৪টার পর", "আমিতো মেয়ে না হলে থিসিস করাই না", "আমি কাঠমন্ডু যাচ্ছি। সফরসঙ্গিনী হবে?" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আড্ডায় কখনওবা ছাত্রদের উপস্থিতিতে শিক্ষকদের এ ধরনের আচরণ, মন্তব্য নিয়ে হরহামেশাই কথা হয়। কিন্তু শিক্ষকদের এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে কারোর পক্ষে কিছু বলা বা করা সম্ভব হয় না। কারণ নম্বরের জন্য শিক্ষকদের কাছে হাত-পা বাঁধা-- বললেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী। কিন্তু মাত্র কিছুদিন আগে লোক প্রশাসন বিভাগের এক ছাত্রীর লিখিত অভিযোগের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির 'সিক্রেট' 'ওপেন' হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীরাও আন্দোলন শুরু করেছে। "যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ" এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করেছে। নারী নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে গৃহে, কর্মক্ষেত্রে, অফিসে। এতদিন শিক্ষকদের মহান, পিতৃস্থানীয় অবস্থান ঘোষণা করে শিক্ষকদের এ ধরনের আচরণ সবার কাছে অবিশ্বাস্য হলেও সম্প্রতি নারীর যৌন হয়রানির ঘটনা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠেও ঘটে থাকে তা আজ প্রমাণিত। এদিক দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানিবিরোধী নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক যৌন হয়রানির ঘটনা এবং এ সম্পর্কে সমাজের বিশিষ্ট মহিলাবৃন্দ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন--

❑ সুফিয়া কামাল

আমি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং দোষী শিক্ষকদের শাস্তি দাবি করছি। যত দ্রুত সম্ভব সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে নিপীড়ক শিক্ষকদের শাস্তির দাবি করছি। আর যে কথাটি বলব, মেয়েদেরও তাদের সম্মানের ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত।

❑ খালেদা খাতুন, আইনজীবী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে এবং ধামাচাপা পড়েছে। আমরা ছাত্রী হিসাবে এবং পরবর্তীতে এ ধরনের ঘটনার কথা শুনেছি। যা ধামাচাপাও পড়েছে। এক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং অভিযোগ দায়েরকারী ছাত্রীর পরিচয় গোপন রেখে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ঘটনার দোষী শিক্ষক শাহীদুজ্জামানের সাময়িক বরখাস্তের পাশাপাশি আইনী শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অন্য দোষী শিক্ষকদের চিহ্নিত করতে হবে। আমি দোষী যৌন নিপীড়ক শিক্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছি।

❑ শামীম আখতার, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সাংবাদিক

সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, এ ধরনের ঘটনায় প্রথমেই মেয়েদের আচরণ, চলাফেরা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। আর যখন শিক্ষক এ ধরনের ঘটনার জন্য দায়ী তখন ধামাচাপা না দিয়ে বরং উন্মোচন করা উচিত। প্রশাসনের ভাবমূর্তি বা চেপে রাখার প্রবণতা এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা বাড়াতে উৎসাহিত করবে এবং পুরুষতন্ত্রের উত্থানে সহায়ক হবে। এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত শিক্ষকদের যত দ্রুত সম্ভব বরখাস্ত করতে হবে এবং সর্বস্তরের মানুষকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

"রুমে এসো, তবে ৪টার পর", "আমিতো মেয়ে না হলে থিসিস করাই না", "আমি কাঠমন্ডু যাচ্ছি। সফরসঙ্গিনী হবে?" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আড্ডায় কখনওবা ছাত্রদের উপস্থিতিতে শিক্ষকদের এ ধরনের আচরণ, মন্তব্য নিয়ে হরহামেশাই কথা হয়। কিন্তু শিক্ষকদের এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে কারোর পক্ষে কিছু বলা বা করা সম্ভব হয় না। কারণ নম্বরের জন্য শিক্ষকদের কাছে হাত-পা বাঁধা